দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23 APR 1997
পৃঃ ১ কলাম ৪

জুন মাসের মধ্যে নয়া শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে

মুজতবা খন্দকার ঃ আগামী জুন মাসের মধ্যে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ শেষ হবে। নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত গঠিত বিভিন্ন কমিটি, সাব-কমিটিগুলো তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ কাজ ইতিমধ্যে শেষ করেছেন। বাকি কাজ আসন্ন মে মাসের মধ্যে শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এ খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

(৮-এর পৃঃ ৬ কঃ দ্রঃ)

জুন মাসের মধ্যে নয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চলতি এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে ৩১ জুন পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে নিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটির দুটো পৃথক সূত্র এই তথ্য জানিয়েছেন। এই লক্ষ্যে যে ১৮টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট প্রদান করেছে। এছাড়া বাকি ১৭টি সাব-কমিটির কাজ সমাপ্তির দিকে। আসন্ন মে মাসের ১৫ দিনের মধ্যে এই রিপোর্ট গুলি পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সাব-কমিটিগুলির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এবং তার আহ্বায়কগণ হচ্ছেন ঃ প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটির আহ্বায়ক ডঃ আব্দুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন, উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটির আহ্বায়ক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর আনোয়ার-উল্লাহ চৌধুরী, আইন ও নারী বিষয়ক সাব-কমিটির আহ্বায়ক ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর রাজিয়া মতিন চৌধুরী এমপি, মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক সাব কমিটির আহ্বায়ক মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ধর্ম ও নৈতিক বিষয়ক সাব-কমিটির আহ্বায়ক শ্রী শুদ্ধানন্দ মহাথেরো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একটি সাব-কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়েছে তার আহ্বায়ক হচ্ছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।

এর আগের শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (বিজ্ঞানী কুদরাত-ই-খুদা) রিপোর্ট প্রণয়ন করতে দুই বছর সময় নিয়েছিল। সেখানে এই নতুন "গণমুখী, বিজ্ঞান-ভিত্তিক সুষম শিক্ষানীতি" প্রণয়ন তিনমাসে সম্ভব নয় বিধায় কমিটি সময় বৃদ্ধি করেছে। এ ব্যাপারে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক মঙ্গলবার দৈনিক বাংলাকে বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আমার বিস্তারিত কথা হয়েছে। আমরা কিছুদিন সময় চেয়ে নিয়েছি। আশা করি জুন মাসের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যে এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সফর করে শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছে। কমিটির কর্মকর্তারা খুব শিগগিরই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন।